বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ

কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ

এসিএফআইডি সার্কুলার নং - ০২

তারিখঃ ০২/০৬/২০১৫

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক এবং
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ও কর্মসংস্থান ব্যাংক।

বাংলাদেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ৫% হার সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচী (Refinance Scheme) পরিচালনার নীতিমালা।

দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন অতীব প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে গাভী ক্রয়, লালন-পালন এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গাভীপালনের জন্য বিদ্যমান ঋণ সুবিধার পাশাপাশি উপরোল্লিখিত খাতে অধিকতর ঋণ প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত নবায়ন/আবর্তনযোগ্য (Revolving) ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কীম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে ঃ

১. সূচনা ঃ

(ক) এ স্কীমের নাম হবে "দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম";

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ ও অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং বেসরকারী ব্যাংকগুলো এ স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন ও সুদ ভর্তুকি সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;

২. ঋণের মেয়াদ ঃ

(ক) নবায়ন/আবর্তনযোগ্য (Revolving) এ স্কীমের মেয়াদ হবে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর।

(খ) ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ৩ (তিন) বছরের মধ্যে আসল এবং প্রতি বছর শেষে সুদ পরিশোধ করবে।

৩. ঋণের সুদের হার ঃ

এ স্কীমের আওতায় উল্লিখিত ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে (বর্তমানে ৫%, যা পরিবর্তনশীল) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৫%। ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সুদ ক্ষতি/ভর্তুকি বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত ৫% দাবী করতে পারবে।

৪. পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র নির্ধারিত ছকে মাসিক ভিত্তিতে মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট পুনঃঅর্থায়ন দাবি করবেঃ

- প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত সনদপত্র ;
- বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী ;
- ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কন্টিনিউটি ;
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

(খ) যেহেতু আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ও কর্মসংস্থান ব্যাংক তফসিলী ব্যাংকের আওতাভুক্ত নয় এবং তাদের কোন চলতি হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয় না, সে কারণে উল্লিখিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী গ্যারান্টি প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

৫. ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

(ক) গাভী ও বাছুর ক্রয় ও লালন-পালন, দুগ্ধ উৎপাদন এবং কৃত্রিম প্রজননের সাথে জড়িত প্রকৃত খামারীরা (একক ও যৌথ) উক্ত খাতে ঋণ গ্রহণের জন্য বিবেচিত হবেন ;

(খ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের আলোকে কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিবেচনা করবে এবং প্রতিটি ঋণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করবে ;

(গ) ঋণের পরিমাণ এবং পরিশোধসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চলমান পাতা-২

৬. রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঃ

(ক) ব্যাংকগুলো বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় উক্ত খাতে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিস্তারিত তথ্য (যেমনঃ মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরের সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির পরবর্তী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৫% হারে ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করবে ;

(খ) ঋণ বিতরণকারী শাখাগুলো রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমনঃ ঋণের খাত, ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, গাভী ও বাছুরের সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের তারিখ, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে ;

(গ) ঋণের যথার্থতা এবং সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো ফলপ্রসু তদারকির যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;

(ঘ) মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত মেয়াদে প্রদত্ত ঋণের ওপর সুদ ক্ষতি/ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ প্রয়োজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার উপর স্বাভাবিক সুদের হারই প্রয়োজ্য হবে ;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (Random Sampling)ভিত্তিতে উক্ত খাতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের কমপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করতঃ তা পুরো দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ/ভর্তুকি নির্ধারণ করবে। তদনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসাব হতে সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে পুনর্ভরণ আকারে গ্রহণ করবে।

৭. পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

(ক) তহবিলের মেয়াদ পূর্তির পর সুদসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে ;

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না ;

(গ) ঋণের বকেয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে ;

(ঘ) এ স্কীমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমান অর্থের ওপর ব্যাংক রেটের অতিরিক্ত ৫% হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে।

৮. অন্যান্য শর্ত ঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতাসীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ করবে এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে ;

(খ) উক্ত ঋণের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন জামানত, আবেদনপত্র গ্রহন ও প্রক্রিয়াকরনের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে ;

(গ) উপরোক্ত পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮